Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২১ মার্চ, ২০১৭

৪০ বর্ষ ১২ সংখ্যা ২০ মার্চ, ২০১৭, সোমবার, ৬ চৈত্র, ১৪২৩

উন্নয়নের টাকা খরচ না হওয়ায় ক্ষোভ জানালেন বিধায়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১৭ মার্চ : বিধায়ক রুনু দত্ত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন তুললেন, রানিগঞ্জ বিধানসভা যেহেতু বিরোধীদের দখলে সেজন্যই কি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই রাজনীতি? এলাকা উন্নয়নের অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে খরচ না করায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিধায়করা দুই কিস্তিতে এলাকার উন্নয়নের জন্য বছরে ষাট লক্ষ টাকা পান। জেলাশাসকের মাধ্যমে এই টাকা স্থানীয় বিডিও বা কর্পোরেশন অফিসে আসে। এই হিসেবে রানীগঞ্জের উন্নয়নে প্রথম কিস্তির তিরিশ লক্ষ টাকা বিগত ২০১৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর মাসে পাওয়া যায়। এই টাকা রানিগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত অণ্ডাল ব্লক ও আসানসোল কর্পোরেশনের রানিগঞ্জ বরোর উন্নয়নের জন্য ভাগ করে দেওয়া হয় এবং সেই মর্মে জেলাশাসকের কাছে চিঠিও পাঠানো হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো কাজ এগোয়নি। শোনা যাচ্ছে এতদিনে কেবল মাত্র টেণ্ডার করা হয়েছে। প্রথম কিস্তির টাকা খরচ না হওয়ায় ইউ সি জমা দেওয়া যাচ্ছে না, ইতিমধ্যে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা গত ৩ মার্চ এসে গেছে। তিনি বলেন, রানিগঞ্জ পৌরসভাকে কর্পোরেশনের সাথে যুক্ত করার পর ২০১৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কর্পোরেশন থেকে রানিগঞ্জের ১১টি ওয়ার্ডকে উন্নয়নের জন্য মাত্র আট লক্ষ করে টাকা ও কুড়িটি লাইট দেওয়া হয়েছে। অথচ ২০১৫ সালে যখন রানিগঞ্জ পৌরসভা বামফ্রন্টের হাত ছাড়া হয় তখন পর্যন্ত বাম পুরবোর্ড এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রায় চার কোটি টাকার কাজ করেছিল। রানিগঞ্জকে কর্পোরেশনের সাথে যুক্ত করার সময় বলা হয়েছিল রানিগঞ্জ, জামুড়িয়া, কুলটি-কে যুক্ত করে আসানসোলকে মেগা সিটি তৈরি করা হবে, এখানে উন্নয়নের বন্যা বইবে। কিন্তু দু বছর হতে চলল, রানিগঞ্জের রাস্তা ঘাট, ড্রেন, ডাস্টবিন সব ধ্বংস হতে চলেছে, মশা মারার তেল ছড়ানোও বন্ধ হয়েছে। রানিগঞ্জের মানুষ এই প্রথম দেখল পিচ রাস্তা মোরাম দিয়ে মেরামত করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, বিগত নির্বাচনের সময় বলা হয়েছিল, শহরবাসীর কোনে ট্যাক্স বাড়বে না। আজ রানিগঞ্জের মানুষ বুঝতে পারছেন কিভাবে ট্যাক্স বেড়েছে। কিন্তু পরিষেবা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। ‘এই দ্বিচারিতা কেন?’ বিধানসভায় পুরমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে তিনিও কোন উত্তর দেন না। তিনি দাবি করেন, রাজনীতি ভুলে দ্রুত সাধারণ মানুষের জন্য উন্নয়নের কাজ শুরু হোক!

নারদকাণ্ডে জড়িতদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার বর্ধমানের মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৮ মার্চ : নারদকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবিতে সোচ্চার হলেন বর্ধমান জেলার মানুষ। এদিন জেলায় সর্বত্রই মিছিল ও পথসভার মাধ্যমে নারদ ঘুষকাণ্ডে জড়িত মন্ত্রী সাংসদ ও নেতাদের গ্রেফতারের দাবিতে শিল্পাঞ্চল থেকে কৃষি অঞ্চলের সর্বত্রই মিছিল, মিটিং, পথসভা হয়েছে। সিপিআই(এম)-এর উদ্যোগে এদিন আসানসোল, রানিগঞ্জ, দুর্গাপুর, বুদবুদ-গলসী, কালনা, কাটোয়া, মেমারি, গুসকরা ও বর্ধমান শহরে মিছিল হয়েছে। মিছিল থেকে শ্লোগান ওঠে দোষীদের যথাযথ শাস্তি ও দালাল পুলিশ অফিসার মির্জাকে দ্রুত সাসপেন্ড ও গ্রেফতারের দাবি। বর্ধমান শহরে দুটি মিছিল হয়। সিপিআই(এম) বর্ধমন শহর-২ লোকাল কমিটি আয়োজিত মিছিল পার্কাস রোড, বুড়িরবাগান, রসিকপুর, খোসবাগান,

—এরপর চারের পাতায়

গ্রাহক হয়রানি, ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৪ মার্চ : এস বি আই ব্যাঙ্কে অনৈতিক কাজকর্মের প্রতিবাদে মেমারির চৈৎখণ্ড শাখার ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে ১৩দফা দাবি সম্মিলিত স্মারকলিপি দিলেন গ্রাহকরা। গ্রীন কার্ডে টাকা জমা, এ টি এম-এ টাকা তুলতে বাধ্য করা, স্লিপে টাকা জমা বা তুলতে না দেওয়া ইত্যাদি গ্রাহকদের হয়রানির প্রতিবাদে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার শুভেন্দু গুপ্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ। কৃষি প্রধান এলাকা চৈৎখণ্ড। বেশিরভাগ মানুষ ক্ষেতমজুর ও কৃষক, স্লিপ লিখে টিপ ছাপ দিয়ে টাকা তোলেন। মইনউদ্দিন মল্লিক এই শাখার গ্রাহক। ছেলের অসুখের কারণে ৬ মার্চ ৫০০০ টাকা তুলতে এসেছিলেন, তাকে টাকা তুলতে দেওয়া হয়নি। তার পাসবইয়ে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার লিখে দেন এ টি এম-এ টাকা তুলতে

হবে। এদিন প্রায় শতাধিক গ্রাহক ব্যাঙ্কের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। গ্রাহক নিখিল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পাঁচ জনের একটি দল ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের হাতে স্মারকলিপি জমা দেয়। চাপে পড়ে তিনি সহানুভূতি দেখাতে থাকেন। বলেন, স্লিপে টাকা তোলা যাবে তবে গ্রীন কার্ড ও এ টি এম করিয়ে রাখুন। যাদের এ টি এম কার্ড আছে অথচ টাকা তুলতে পারেন না, তারা এ টি এম কার্ড নিয়ে আসবেন আমি টাকা তোলা শিখিয়ে দেবো। গ্রাহকরা সাত দিন সময় দেন বলেন, ব্যাঙ্ক পরিষেবা স্বাভাবিক না হলে আরো বড় আন্দোলনে তারা যাবেন।

হাউস ওনার্স এ্যাসোসিয়েশনের পঞ্চম সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১৮ মার্চ : আজ ইস্পাতনগরীর বিধান ভবনে ইস্পাতনগরীর লিজ প্রাপ্ত কোয়ার্টারের অধিবাসীদের সংগঠন স্টিল টাউন ওন ইয়োর ওন হাউস ওনার্স এ্যাসোসিয়েশনের পঞ্চম সম্মেলন (সপ্তদশ বর্ষ) অনুষ্ঠিত হল। ইস্পাতনগরীর ডি.এস.পি ও এ.এস.পি. কারখানার ৬০০০ লিজ কোয়ার্টারে ৩৫০০০ হাজার অধিবাসী বসবাস করেন। লিজ কোয়ার্টারের অধিবাসীরা বিভিন্নরকম সমস্যার মুখোমুখি হয়ে এই সংগঠন গড়ে তোলেন। ডি.এস.পি ও এ.এস.পি কারখানার কর্তৃপক্ষের একগুঁয়েমি মনোভাবের জন্য লিজ কোয়ার্টারের অধিবাসীদের সমস্যা বেড়েই চলেছে। ইস্পাতনগরীর

—এরপর চারের পাতায়

জীবনাবসান

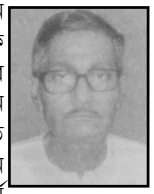

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ মার্চ : প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতা ও সাঁকো হাই স্কুলের প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক পরিমল ভট্টাচার্যের (৭৩) জীবনাবসান হয়েছে। শ্বাসকষ্টজনিত রোগে তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। দীর্ঘ সময় তিনি গলসী-৩ লোকাল কমিটির সম্পাদক ও গলসী-২ ব্লকের ভুঁড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। তাঁর মরদেহ কুলগড়িয়াতে দলের অফিসে আনা হলে সেখানে লাল পতাকা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য কৃষকসভার সম্পাদক অমল হালদার ও কৃষক নেতা আব্দুর রেজ্জাক মণ্ডল। এছাড়াও মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কমল সরকার, সাইদুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ছাত্র শহিদ সুশোভন স্মরণ কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ মার্চ : মাল্যদান, রক্তদান শিবির ও স্মারক বক্তৃতার মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হল শহিদ সুশোভন মুখার্জিকে। ১৯৮৫ সালের ১৬ মার্চ কংগ্রেসি গুণ্ডা বাহিনীর হাতে শহিদ হন ছাত্রনেতা সুশোভন। ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে এদিন নন্দগ্রামে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ৩৪ জন রক্তদান করেন। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি হয় কালনা শহরে সুশোভন মুখার্জির শহিদবেদীতে। ছাত্র যুব গণআন্দোলনের কর্মী সদস্যরা এখানে উপস্থিত হয়ে স্মরণ করেন তাঁকে। বক্তব্য রাখেন বিধায়ক তথা এক সময়ে তাঁর সহকর্মী প্রদীপকুমার সাহা। এছাড়া ছাত্রনেতা দীপঙ্কর দে, ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেশব ঘোষ।

‘স্যানিটারি ন্যাপকিন’ তৈরি করে স্বনির্ভর

কিশোর মাকর : রুবি, রূপা, লুতু, সোনালি সকলেই গৃহবধূ। দিন আনা, দিন খাওয়া সংসারে গৃহকর্তার গঞ্জনা ছাড়া কোনোদিন দু পয়সার মুখ দেখেনি। এখন মাসের শেষে গৃহকর্তাকে দু পয়সা সাহায্য করে। ছেলে-মেয়ের পড়াশোনা খরচ তারাই চালায়। গুরুত্ব বেড়েছে সংসারে। বেড়েছে স্বাস্থ্য সচেতনতা। এসবই সম্ভব হয়েছে ক্ষেতিয়া গ্রামের বেকার যুবক ফিরোজ সেখের ভাবনায়। সরকারের কাছে চাকরি না চেয়ে ‘স্যানিটারি ন্যাপকিন’ তৈরি করে নিজেও স্বনির্ভর। সেই সঙ্গে গ্রামের গৃহবধূদের দু পয়সার মুখ দেখিয়েছে।

মাত্র কুড়ি হাজার টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসার শুরু। এখন তার মূলধন দাঁড়িয়েছে দু লাখ টাকা। মাসে রোজগার ৮-১০ হাজার টাকা। সোনালি বিবি (২৭) জানালেন, সংসারে আমাদের সম্মান বেড়েছে। সংসারের কাজ সামলে অবসর সময় এই কাজ করি। প্রথম প্রথম অনেকে নাক সিঁটকেছে। এখন একাজ করার জন্য ফিরোজের কাছে লাইন দিচ্ছে। রূপা জানালেন আগে গ্রামের মেয়েরা স্বাস্থ্যসম্মত ন্যাপকিন ব্যবহার না করে বাড়ির টেনা ব্যবহার করত। ফলে প্রায়ই মূত্র সংক্রমণে ভুগত মেয়েরা। এখন কম দামে স্যানিটারি ন্যাপকিন গ্রামের সব মেয়েরাই ব্যবহার করে। বাজারে যেখানে ৬০-৮০ টাকা বিক্রি হয়, এটি দেওয়া হয় ১৮-২০ টাকায়, সাধ্যের মধ্যে।

ফিরোজ সেখ জানালেন, বাজারে ‘আস্থা’ ব্র্যান্ড নামে দোকান, নার্সিংহোমগুলি কেনে। মাসে প্রায় ৬ হাজার প্যাকেট বিক্রি হয়। একাজে নিযুক্ত আছেন ৩৫ জন মহিলা। কোলকাতা থেকে তুলো, নেট সহ কাঁচামাল নিয়ে বাড়িতে কাটিং করে ওই নিযুক্ত মহিলাদের দিয়ে দেওয়া হয়। ওরা ঘরে বসেই তৈরি করে। আমি সমস্ত সংগ্রহ করে বাজারজাত করি। বর্ধমান হাসপাতাল বা গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি যদি এগুলি কেনে তাহলে কয়েকশো মহিলা কাজ পায়। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যসচেতনতা বাড়ে। সরকার এখনও পাশে দাঁড়ায়নি। সরকার হাত বাড়ালে মহিলারা আরও স্বনির্ভর হবে। নামি, দামি ব্রান্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ফিরোজ সেখের চ্যালেঞ্জ।

উচ্চ-মাধ্যমিকে যমজ প্রতিবন্ধী

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৫ মার্চ : শম্পা এ রিম্পা ক্ষেত্রপাল দুই যমজ বোন, উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দির-২এ। তারা জন্ম-প্রতিবন্ধী, বাড়ি বর্ধমানের জামালপুর থানার রানাপাড়া। বাবা স্বপন ক্ষেত্রপাল পেশায় একটি লোহার কারখানার শ্রমিক। বাবা এবং মায়ের সাথে তারা পরীক্ষা কেন্দ্রে এসেছিল। এবার জেলায় ৫৩২টি স্কুলের ৬২,৪২৮ জন পরীক্ষায় বসছে। ছাত্র ২৯৯৬৯ জন এবং ছাত্রী ৩২৪৫৯ জন। মাধ্যমিকের মতো উচ্চমাধ্যমিকেও ছাত্রী সংখ্যা বেশি। বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে গোপালপুর স্কুলের শিক্ষিকা পার্বতী ঘোষ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দিতে নিয়ে এসেছেন। তিনি জানান, দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে এদের কোনো রকমে দিন কাটে। সরকারি বা বেসরকারি কোনো সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সাহায্য পায়নি। শম্পা ও রিম্পা খুব মেধাবী ছাত্রী। উচ্চশিক্ষায় যা খরচ বেড়েছে, কলেজে তারা কিভাবে পড়বে এই অনুশোচনাই ঝরে পড়ল তাঁর কথায়।

নতুন চিঠি

২০ মার্চ, ২০১৭

... গঙ্গাযাত্রা

'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি উঠল বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতের বৃহত্তম একটি অঙ্গ রাজ্যের আইনসভায়। শ্লোগানটি অনেক আগেই ধ্বনিত হয়েছে। এবার শ্লোগানকারী নিজেই রাজ্যের কর্ণধার (মুখ্যমন্ত্রী) হিসেবে নির্বাচনে জিতে শপথ নিলেন ওই ধ্বনিতে। তাঁর সঙ্গে শপথ নিয়েছেন আরো ৪৭ জন মন্ত্রী। হিন্দুত্বের নামে হিংসা ছড়ানোয় দায়ী যোগী আদিত্যনাথ হলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে রয়েছেন মুজফফরনগর দাঙ্গায় অন্যতম অভিযুক্ত সুরেশ রানাও। সমগ্র দেশের ঘরে ঘরে রটিয়ে দেওয়া হল যে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তর করতে চায় বিজেপি এবং আর এস এস। একই সঙ্গে এটাও স্পষ্ট হল যে, সংখ্যালঘু, অন্ত্যজ এবং নিপীড়িতদের উঁচু জাতের নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে। ভারতীয় পরম্পরায় কখনও এরকম দেখা যায়নি যে যোগী পুরুষরা স্বয়ং রাজধর্ম পালন করছেন। অনেক সময় তাঁরা রাজ অনুগ্রহ স্বীকার করে সংসার ত্যাগী সন্ন্যাস জীবনই পছন্দ করতেন। কিন্তু এ যোগী সে যোগী পুরুষ নন, চোখে বিদেশি রোদ চশমা, হাতে ঘড়ি, গেরুয়াধারী এ যোগী। বিন্দুমাত্র দেখা মেলে না পরধর্মসহিষ্ণুতা এঁর মধ্যে— মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা না উগরে ইনি জল-পান করেন না। তাঁর উপর সাম্প্রদায়িক হিংসা এবং অপরাধের মামলা রয়েছে—এমন ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রী করে বিজেপি বার্তা দিল যে সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়িয়েই তারা এদেশ শাসনের চেষ্টা চালাবে। উত্তরপ্রদেশের সংখ্যালঘু এবং নিপীড়িত দলিতদের গণতান্ত্রিক অধিকার এরপরও কি সুরক্ষিত থাকবে! অবশিষ্ট ভারত আগামী দিনে কী দেখবে? 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনির রক্তক্ষয়ী বন্যা না 'রাম নাম সত্য হ্যায়' ধ্বনিতে সাধারণ গঙ্গাযাত্রা?

অঙ্গনওয়াড়ি ভবনের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলি, ১৪ মার্চ : অঙ্গনওয়াড়ি নতুন ভবনের উদ্বোধন হল পূর্বস্থলী ২ং ব্লকের মেড়তলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর সাজিয়ারা গ্রামে। উদ্বোধন করেন বিধায়ক প্রদীপকুমার সাহা। তিনি বলেন, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। তারজন্য মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার তিনি আহ্বান জানান। নতুন ভবনটি তৈরি করতে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বিডিও, সিডিপিও, গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, প্রধান ও অন্যান্য কর্মাধক্ষ্যরা। উল্লেখ্য যে মেড়তলা গ্রাম পঞ্চায়েতটি সি পি আই (এম) পরিচালিত।

এক ডজন প্রশ্ন

১. গোয়া কবে কাদের থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়?
২. ভারতের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র কোনটি? কবে কোথায় প্রথম দেখানো হয়? পরিচালক কে ছিলেন?
৩. বিশ্বের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচটি কোথায় কবে হয়? কোন কোন দেশ অংশ নেয়?
৪. ইন্টারনেটে প্রথম 'ডটকম ডোমেইন নেম'-এর আবির্ভাব কবে ঘটেছিল?
৫. কলেরার টীকা কে আবিষ্কার করেন? তাঁর জন্ম ও মৃত্যু কবে হয়েছিল?
৬. পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কেন্দ্রের নির্দেশে কোন রাজ্যপাল কবে ভেঙে দেন?
৭. বাংলার তাঁত ও মসলিন তাঁত শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য ইংরেজরা কবে থেকে তাঁতিদের বুড়ো আঙুল কাটা শুরু করেছিল?
৮. এ বছর বিশ্ব ঘুম দিবস কবে? বিশ্ব ঘুম দিবস কবে পালিত হবে, কীভাবে ঠিক করা হয়?
৯. কবে কোথা থেকে কার নেতৃত্বে প্রথম বাংলায় ধর্মপুস্তক বাইবেল ছাপা শুরু হয়? বাংলা অক্ষর কে তৈরি করেন?
১০. মহামতি গোখলে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কবে প্রস্তাব উত্থাপন করেন? কত ভোটে বাতিল হয়?
১১. কবে জব চার্নক সুতানুটি গ্রামে এসে ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলন করেন?
১২. বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সভা কবে কোথায় হয়েছিল? কে সভাপতিত্ব করেছিলেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সিংহাসন লাভ—বিশ্বায়নে কুলোর বাতাস

কল্যাণ সান্যাল

একমেরু এই বিশ্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সংক্ষেপে আমেরিকা যে শিল্পোন্নয়ন এবং সামরিক ক্ষমতার বিচারে শীর্ষাসীন দেশ সে বিষয়ে খুব বেশি বিতর্ক করা যাবে না। অন্যদের পিছনে ফেলে দেশটা এতটাই এগিয়ে আছে যে সে দেশের প্রতি অনেক মানুষের সম্ভ্রম এবং শ্রদ্ধাপ্রদর্শন ঘিরে দোষারোপ করা কঠিন। আর ঠিক সে কারণেই পৃথিবীর দ্বিশতাধিক রাষ্ট্রের প্রায় সবগুলির হালহকিকত নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে, কিন্তু আমেরিকা ঠিক এই মুহূর্তে কোন বিশেষ প্রশ্নে কী ভাবছে, তা না জানলে পিছিয়ে পড়তে হয়। সেই ঝুঁকি নিতে চাই না বলেই আমরা সবাই আমেরিকার নতুন রাষ্ট্রপতির কার্যকলাপ এত আগ্রহ নিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি। সময়ান্তর নির্বাচনের মাধ্যমে একজন রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে অন্য একজন নির্বাচিত হয়ে আসেন। কখনো একই ব্যক্তি পুনর্নির্বাচিত হন। আমেরিকার দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় ডেমোক্রেটিক অথবা রিপাবলিকান দলের প্রার্থীদের কোনো একজনই রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন। অন্যকিছু ঘটে না এবং সেকারণেই সেদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বড় ধরনের চমক কেউ আশা করেন না। কিন্তু এবারের নির্বাচনে শুরু থেকেই একটা টানটান উত্তেজনা বহাল ছিল। এতগুলো বছরে কখনো কোনো মহিলা সেদেশে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হননি। এবার সেই সুযোগ এসেছিল ডেমোক্রেটিক প্রার্থী হিলারি ক্লিন্টন প্রার্থী হওয়ার কারণে। নির্বাচনী প্রচার প্রত্যেক নির্বাচনেই বেশ জমে ওঠে। কিন্তু এবার যেন সবদিক থেকেই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ভাষার ব্যবহার, ভাবনার প্রকাশ এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচির সোচ্চার ঘোষণায় ডোনাল্ড ট্রাম্প অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছেন হিলারি ক্লিন্টনকে। ঝাঁঝালো বক্তব্য প্রকাশে ট্রাম্পের কোনো দ্বিধা ছিল না। সেদিক থেকে হিলারি অনেক সংযত থাকলেও ট্রাম্পের মধ্যে কোনো হেলদোল দেখা যায়নি। দেখেশুনে মনে হচ্ছিল যেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর পরাজয় যে আসন্ন সেটা বুঝতে পারছেন। আর তাই নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে এসেছে ততই তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছেন। একজন আদ্যন্ত অরাজনৈতিক ব্যক্তির, যিনি শুধুই সফল ব্যবসায়ী হিসাবে জীবন কাটিয়েছেন, এই নির্বাচনী সাফল্য বেশ বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সাফল্য কি ট্রাম্পের ব্যক্তিগত অর্জন না কি তা এক বিপন্ন সময়ের চমকপ্রদ আশীর্বাদ সেই বিচারই আজ জরুরি।

ভোটসংখ্যার বিচারে ট্রাম্পের ভোটপ্রাপ্তি হিলারির তুলনায় কম। সেদেশের পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাই একে সম্ভব করেছে। প্রশ্নটা সেখানে নয়। যাঁর নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে সারা পৃথিবী সন্দিহান ছিল তিনি জিতলেন। অনুমান করা হচ্ছে যে স্বল্পশিক্ষিত, শহুরে, শ্বেতকায়, কর্মহীন, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের ভোটেই ট্রাম্প আজ রাষ্ট্রপতি। তাহলে একটা রাজনৈতিক মেরুকরণের ফল হিসাবে একে দেখা যায়। এই রাজনৈতিক মেরুকরণের অস্ত্র হিসাবে যা ব্যবহৃত হল তা আজকের বিশ্বে ক্রমবর্ধমান অতি-দক্ষিণপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা জাগানোর আগে যে রাজনীতি গভীর আশঙ্কার বীজ বুনে দেয়। আর এই আশঙ্কার পরতে পরতে থাকে তাঁর ঘৃণা, অবিশ্বাস এবং প্রতিশোধস্পৃহা। দেশবাসীর একটা অংশকে আর একটা অংশের সঙ্গে লড়িয়ে দেওয়া হয়। বঞ্চনার প্রকৃত কারণ জানতে না দিয়ে এক কৃত্রিম 'অপর'-কে খাড়া করা হয় কারণ হিসাবে। অভিবাসীদের দেশ আমেরিকায় আজ অভিবাসনবিরোধী হুহুঙ্কার। সন্ত্রাস-দমনের নামে ইসলাম বিদ্বেষের জিগির। নারী স্বাধীনতা, মানবাধিকার, পরিবেশ রক্ষা আলোচনাসূচি থেকে বাদ পড়ে গেছে। এত খোলামেলা ব্যক্তিতন্ত্র অনেকদিন আমেরিকায় দেখা যায়নি। ব্যক্তি ট্রাম্প চাইছেন তাই মেক্সিকো সীমান্তে প্রাচীর নির্মিত হবে এবং সেই নির্মাণের খরচ নাকি যোগাতে হবে মেক্সিকো সরকারকেই। ট্রাম্পকন্যা ইভাংকা চান না বলে কোনো একটি বিষয়ে প্রশাসনিক নির্দেশ জারি হবে না। এমন পরিবারতন্ত্রও আমেরিকায় আগে দেখা যায়নি। এসব এশিয়া-আফ্রিকার পিছিয়ে থাকা দেশে আকছার দেখা গেছে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করে আমেরিকাতেও তা দেখা যাবে এটা ভাবতে অতিবড় আমেরিকা ভক্তদেরও কষ্ট হচ্ছে। তবে এর কৃতিত্ব বা অকৃতিত্ব ব্যক্তিগতভাবে ট্রাম্প বা তাঁর দল রিপাবলিকান পার্টিকে দিয়ে ফেললেও মস্ত ভুল হবে।

গত শতকের আটের দশকে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের মূল রূপকার ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আজ সেদেশের সরকার ট্রাম্পের নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত তোপ দাগছে। প্রাক্‌নির্বাচনী প্রতিটি বক্তৃতায় ট্রাম্প আওয়াজ তুলেছেন— আমেরিকার স্বার্থ তাঁর কাছে সবার আগে। এ পর্যন্ত আমেরিকা যতগুলি মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি করেছে ট্রাম্প তার সবগুলির বিরোধিতা করেছেন। ট্রাম্পের মতে ওইসব চুক্তি আমেরিকার শিল্পোৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে। ট্রাম্প এমনকি নাফটা (নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট) সম্পর্কে নতুন করে আলোচনা চাইছেন। আমেরিকার শিল্প বাঁচাতে, আমেরিকার শ্রমিক-কর্মচারীদের রক্ষায় এবং মজুরি বৃদ্ধির স্বার্থে বহুপাক্ষিক ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ থেকে বেরিয়ে এসে দ্বিপাক্ষিকভাবে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে, মুক্ত বাণিজ্যের আনখশির এই বিরোধিতা বিশ্বায়নের জাহাজটিকে মাঝসমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়ার নামান্তর মাত্র। ধনতন্ত্রের গর্ভগৃহে বিশ্বায়নের এই বিরোধিতায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। যে কাজ এতদিন বিশ্বজুড়ে বামপন্থীরা কর্তব্যকর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তা আজ দক্ষিণপন্থীরা করছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে। চারটি দশক আগে তাঁরা ভেবেছিলেন যে, অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সঙ্কটমুক্তির ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু যখন তা হল না তখন যাঁরা একদিন এর নির্মাণকারী ছিলেন তারাই বিনির্মানের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাই ট্রাম্পের নিবেদনমূলক কাজকর্মে মজা পেলেও ভুললে ভুল হবে যে তাঁর কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি আছে যার রূপায়ণে তিনি অত্যন্ত যত্নবান।

কাটোয়ায় পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদ কালনার আইনজীবীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ মার্চ : কাটোয়ায় পুলিশি জুলুম এবং তোলাবাজির বিরুদ্ধে কালনার আইনজীবীরাও প্রতিবাদে আদালতের কাজ বন্ধ রেখে সোচ্চার হলেন। সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ল-ক্লার্করাও। সংবাদে প্রকাশ ১৩ মার্চ কাটোয়ার আইনজীবী ফরমান সেখ বাড়ি থেকে আদালতে যাওয়ার পথে পুলিশি জুলুম ও তোলাবাজির শিকার হন। অভিযোগ এই জুলুমের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং কাটোয়ার এসডিপিও। অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকের শাস্তির দাবিতে গত ১৫ মার্চ থেকে কাটোয়া আদালতের সমস্ত কাজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেন সেখানকার আইনজীবী এবং ল-ক্লার্করা। আন্দোলন চলছে। ওই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে কালনা আদালতের আইনজীবীরাও এদিন কর্মবিরতি পালন করে মহকুমা শাসকের হাতে স্মারকলিপি দেন। কালনা আদালতে এদিন কোনও কাজ হয়নি। বরং সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন কিভাবে জোরদার করা যায় সেই বিষয়ে আইনজীবীরা আলোচনা করেন। আদালতের আইনজীবী পার্থসারথি কর জানান, যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।

বাঁচতে হলে কৃষকদের বিকল্প চাষে মন দিতেই হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ মার্চ : পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের সময়ের ঘোষিত বিকল্প কৃষি নীতির কথা উঠে এলো রাজ্যের বর্তমান মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এবং সরকারি আধিকারিকের মুখে। কালনা ১নং কৃষি উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে লিচুতলা কৃষি বাজারে অনুষ্ঠিত কৃষক দিবস ও কৃষকরত্ন পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বললেন, বিকল্প চাষ ছাড়া কৃষি ও কৃষক বাঁচবে না। সিঙ্গুর থেকে শিল্প তাড়ানো হলেও মন্ত্রী শিল্পের কথাই উল্লেখ করলেন এই অনুষ্ঠানে। তিনি বলেন, শিল্পের সাথে এ সরকারের কোন বিরোধ নেই। এ সরকার চায় শিল্পের উন্নয়ন। কৃষি ও শিল্প হাত ধরাধরি করে চলবে। কালনা মহকুমা কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক পার্থ ঘোষ বলেন, পাট, ধান, আলুর বিকল্প হিসাবে এখানে পেয়ারা, লেবু, কলা, কুল চাষের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষকদের বাঁচতে হলে বিকল্প চাষে মন দিতেই হবে।

কমলকুমারী প্রতিষ্ঠিত মন্দির এখন বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর ধারার মহামিলন ক্ষেত্র

মনন শীল

বর্ধমান রাজবংশের দ্বাদশ পুরুষ তেজচন্দ্-এর আট পত্নী ছিলেন—জয়কুমারী, প্রেমকুমারী, সেতাবকুমারী, তেজকুমারী, কমলকুমারী, নানকীকুমারী, উজ্জ্বলকুমারী ও বসন্তকুমারী। পঞ্চম পত্নী রূপবতী কমলকুমারী ছিলেন প্রভাবশালী দেওয়ান পরানচাঁদ কাপুরের বোন। তেজচন্দ্-এর প্রিয় মহিষী হবার সুবাদে তিনি এক সময়ে বর্ধমান রাজ পরিবারের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। রাজাকে হাতের পুতুল বানিয়ে রাজকুমার প্রতাপচন্দ্কে পরানচাঁদ-কমলকুমারী চক্রান্ত করে বিতাড়িত করেন এবং পরানচাঁদ-পুত্র চুনিলালকে (পরে

মহতাব্চন্দ) দত্তক হিসেবে গ্রহণ করান। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে মহারানি কমলকুমারীর ইচ্ছায় মহারাজ তেজচন্দ্ নতুনগঞ্জ এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেন রাজরাজেশ্বর শিবসহ অন্নপূর্ণামাতা মন্দির। ঠিক তার পরের বছর মন্দিরটির পশ্চিম দিকে লাগোয়া অনুরূপ ধাঁচে নির্মাণ করান রাধাবল্লভ জীউ মন্দির। মন্দিরদুটি বর্ধমান রাজপরিবারের ঐতিহ্যসম্পন্ন মন্দির যেখানে একই সাথে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর ধারার সমাবেশ ঘটেছে। বর্তমানে বর্ধমানের মহারাজকুমার ড. প্রণয়চন্দ্ মহতাব্-এর সেবাইত এবং বর্ধমান দেবসেবা, মহতাব্ ট্রাস্ট দ্বারা মন্দিরটি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।

মন্দির দুটির নির্মাণশৈলী অপূর্ব, ষড় অঙ্গে বিভক্ত। দুটি মন্দিরের দুটি প্রধান প্রবেশদ্বার। দ্বারের মাথায় পাঁচটি করে চূড়াযুক্ত দুটি নহবতখানা। সেগুলি রাজ আমলে সকাল-বিকেল নহবতের সুরে অনুরণিত হত। দুটি মন্দিরেই আছে মূল গর্ভগৃহ, জগমোহন, নাটমন্দির, উঠান, দর্শনী, শ্বেতপাথরের চাতাল এবং প্রবেশ চাতাল। বিশাল মন্দিরের চারদিকে চকমেলান দালান। বাঁ দিকের ঘরগুলিতে পূজারী ও মন্দির সংক্রান্ত কাজে যুক্ত মানুষজনের বাসস্থান। ডান দিকের ঘরগুলি দ্বিতল বিশিষ্ট। জানালা দিয়ে নাটমন্দিরের অনুষ্ঠান দেখার জন্য ওপরের ঘরগুলি রাজপরিবারের মহিলা সদস্যদের জন্য বরাদ্দ ছিল। মন্দির চত্বরের দক্ষিণে নাটমঞ্চ এবং শ্বেতপাথর বসানো চাতাল।

রাজপরিবারের বহু দেবদেবীই এই মন্দিরে বিরাজমান। রুপোর সিংহাসনে আছেন কষ্টিপাথরের বংশীবাদন কৃষ্ণ এবং শ্বেতপাথরের রাধিকা। তাঁদের বেষ্টন করে আছেন অষ্টধাতু নির্মিত ষোড়শ গোপিনী। আছেন জগন্নাথজীউ, রাজরাজেশ্বরী দুর্গা, রাজরাজেশ্বর শিব, অন্নপূর্ণা, পটেশ্বরী কালী, যোগমায়া প্রভৃতি। এছাড়া কালনার রাজবাড়ি এবং চকদীঘি জমিদারবাড়ি থেকে উদ্ধার করে আনা কিছু মূর্তিও স্থান পেয়েছে এই মন্দিরে।

চকদীঘি সিংহরায় পরিবারের জমিদারি ছিল বর্ধমান রাজের অধীনস্থ। এই পরিবারের সারদাপ্রসাদ সিংহরায় একজন সংস্কৃতিবান ভূস্বামী ছিলেন। রেশম, কয়লা ও নীলের ব্যবসার সঙ্গে জমিদারি থেকে প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিলেন তিনি। সারদাপ্রসাদের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত সখ্য ছিল। বিদ্যাসাগরের উৎসাহ ও প্রেরণায় সারদাপ্রসাদ চকদীঘিতে ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। চকদীঘি বালিকা বিদ্যালয়টি উদ্বোধন করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সিংহরায় পরিবারের উল্লেখযোগ্য প্রত্নকীর্তিগুলি হল ৭টি আটচালা শিবমন্দির, ১৬টি স্তম্ভের ওপর নির্মিত দুর্গামণ্ডপ, ১২টি রেখদেউল ও ২টি পীড়াদেউল। জোড়া শিবমন্দিরগুলি ১২৭২ বঙ্গাব্দে নির্মিত হয়েছিল।

পরিচর্যার অভাবে সাম্প্রতিক অতীতে বেশ কিছু শিবলিঙ্গগু চুরি যায়। প্রত্নসামগ্রী রক্ষা করতে উদ্যোগী হন বর্তমান মহারাজকুমার ড. প্রণয়চাঁদ মহতাব্। তাঁরই আগ্রহে আটটি শিবলিঙ্গ চকদীঘি থেকে বর্ধমানে আনা হয়েছে। অন্য একটি শিবলিঙ্গ শুশুনিয়া পাহাড় থেকে তৈরি করা হয়েছে। নয়টি শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হয়েছে রাধাবল্লভজীউ মন্দিরে। ড. প্রণয়চাঁদ মহতাব্-এর অনুমতিতে এবং স্থানীয় ভক্তদের উদ্যোগে মন্দিরটি সংস্কারের কাজ চলছে পুরোদমে। গত ৩০ নভেম্বর বিশাল সমারোহে ৯টি শিবলিঙ্গের পুনর্বাসন হয়েছে।

২০০৬ সালে কালনা থেকে এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত হন জগন্নাথজীউ। ২০০৮ সালে চকদীঘি থেকেই এই মন্দিরে আসে বড় কালীমূর্তি। এই মন্দিরেই মহারানি কমলকুমারীর কালীমূর্তির পাশেই স্থান পেয়েছেন জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরীর পুত্রবধূ প্রদত্ত কালীমূর্তি। রাজরাজেশ্বরী দুর্গামূর্তির পাশেই স্থান পেয়েছে কোনো এক ভক্তের দান করে যাওয়া ছোটো দুর্গামূর্তি।

এত দেবদেবীর মূর্তি কমলকুমারী প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে স্থান পেয়েছে যে এটিকে এখন দেবদেবীদের পুনর্বাসন কেন্দ্র বললে অত্যুক্তি হবে না। আদতে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বর্ধমান রাজপরিবার প্রতিষ্ঠিত মন্দির এখন হয়ে উঠেছে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর ধারার মহামিলন ক্ষেত্র।

১৭ মার্চ : বিশ্ব ঘুম দিবস

কাজী আবদুল করিম

ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব স্লিপ মেডিসিন ২০০৮ সালের মার্চ মাসে প্রথম বিশ্ব ঘুম দিবস পালন করার জন্য আহ্বান জানায়। রাষ্ট্রসংঘ ঘোষণা করে মার্চ মাসে যে সময় সূর্য নিরক্ষরেখাবৃত্ত অতিক্রম করে অর্থাৎ যখন দিন ও রাত্রি সমান হয় ঠিক তার আগের শুক্রবার বিশ্ব ঘুম দিবস। এবছর ১৭ মার্চ শুক্রবার তাই বিশ্ব ঘুম দিবস পালন করা হবে। উদ্দেশ্য ঘুমের প্রয়োজনীয়তা এবং অনিদ্রাজনিত নানা সমস্যা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।

ঘুম এক সচল, সজীব ও সক্রিয় প্রক্রিয়া। শরীরে কাটা জায়গা বা ঘা সেরে ওঠাতে সাহায্য করতে, শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে উজ্জীবিত করতে, গ্রোথ হরমোনকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে শরীরের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে, মানসিক স্থৈর্য বজায় রাখতে, স্মরণ ক্ষমতা ও নিত্যনতুন কলাকৌশল রপ্ত করার ক্ষমতা বাড়াতে ঘুমের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। জল, হাওয়া এবং খাদ্যের মতো ঘুমও আমাদের এক অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন। প্রয়োজন স্বপ্ন দেখাও।

ঘুমকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যেমন : পর্যায়-১—হালকা ঘুম, একেবারে শুরুর প্রথম ১০ মিনিট। এই সময় যখন জাগা অবস্থা থেকে একটু একটু করে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ি। পর্যায়-২—পরবর্তী ২০ মিনিট যখন আমরা গভীর ঘুমে তলিয়ে যাই। পর্যায়-৩—যখন গভীর ঘুমের মধ্যে থাকি। যা চলে ৭০ মিনিট থেকে ৯০ মিনিট। এই গভীর ঘুমের সময় আমরা স্বপ্ন দেখি না। পর্যায়-৪—এই সময়টা হল হালকা ঘুমের সময়, এই সময় আমরা স্বপ্ন দেখি। সারারাত ধরে ঘুমের এই পর্যায়গুলো পরপর চলতে থাকে। একবার হালকা—একবার গভীর। একবার স্বপ্নবহুল, একবার নিঃস্বপ্ন! এই সময় যদি কোনো কারণে বিঘ্ন ঘটে, হারিয়ে যায় স্বাভাবিক আবর্তন ছন্দ, তাহলেই সমস্যা শুরু হয়। ভালো ঘুম না হলে খিদে, হজম, যৌনসমস্যা, রক্তসঞ্চালন, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া, মস্তিস্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকলাপে বিঘ্ন ঘটে। আর অনিদ্রা থেকে বাড়ে মনোরোগ, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, অধৈর্য, দুশ্চিন্তা, অবসন্নতা এবং দুর্ঘটনা।

তাই ঘুম মানুষের শরীরে ভীষণ প্রয়োজন। এই ঘুমের জন্য চিকিৎসকরা বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যেমন— (ক) দিনে না ঘুমানো, (খ) প্রতিদিন অন্তত আধঘন্টা হাঁটা, (গ) রাতে ভরপেট না খাওয়া, (ঘ) কিছু যোগাসন করা। এইভাবে ঘুমকে ডেকে আনতে হবে। ডেকে আনতে হবে কারণ ঘুম মানুষকে সুস্থ ও সতেজ করে তোলে।

গত সংখ্যার পর

মাতৃভাষা দিবসের সময় বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতা

সেখ সাইদুল হক

চট্টগ্রাম হতে ১৫ কিমি দূরে পটিয়া একটি গঞ্জ শহর। ওখানকারই ধলমাট এলাকায় জন্মেছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। পাশের গ্রামে বাড়ি কল্পনা দত্ত-র (কল্পনা যোশী)। দুই বন্ধু একত্রে মাস্টারদার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। আমরা পটিয়া বাজার হতে ধলমাটে গেলাম। রাস্তার নাম প্রীতিলতা রোড। ওখানে ওঁর নামে একটি স্মৃতিভবন নির্মিত হচ্ছে। ভালো লাগল। কিন্তু ওঁকে যেখানে দাহ করা হয়েছিল সেখানে মলিন জীর্ণ হয়ে পড়ে আছে তার শহিদস্তম্ভ। তাঁর জন্মভিটেটিও জরাজীর্ণ। বাংলাদেশ সরকার বিষয়টি দেখবেন বলে আশা করি। সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের সমুদ্র সৈকত, বন্দর এলাকা ঘুরে দেখলাম।

কক্সবাজার

চট্টগ্রাম হতে সকাল ৮.৩০টায় বাস ধরে কক্সবাজার গেলাম। চার ঘন্টার পথ। মাঝে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করলাম। সমুদ্রে গেলাম। প্রশস্ত বেলাভূমি। তবে ঢোকার মুখে প্রচুর শুটকি মাছের দোকান। বিকেলে টোটো করে হিমছড়ি ও ইনামী বিচ দেখতে গেলাম। ইনামী বিচ কক্সবাজার হতে প্রায় ২০ কিমি দূরত্বে। টেকনাফ পয়েন্ট যাবার পথে পড়ে। সুন্দর বিচ। পরদিন কক্সবাজারের বৌদ্ধমন্দির সহ আরো কয়েকটি দর্শনীয় স্থান দেখে বিকেলের বাসে আবার চট্টগ্রাম এলাম। সফিভাই-এর বাড়িতে বিশ্রাম নিয়ে রাত্রের বাসে ঢাকার পথে।

নজরুল সমাধি ক্ষেত্র

ঢাকা শহর

চট্টগ্রাম হতে রাত সাড়ে দশটার বাসে চেপে ভোর সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ঢাকায় ফিরে এলাম। জহিরুল্লাহ ভাইয়ের বাড়ি গেলাম। বড়মুড়িয়ায় সালামের মামাতো ভাই। ওইদিন একবেলা বিশ্রাম। বিকেলে বাজার। জামদানি মার্কেট ও অন্য কিছু কেনাকাটা। পরদিন আবার ঢাকা শহরে এলাম দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য। প্রথমেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। তারপর সদরঘাট, বুড়িগঙ্গার ধারে ঢাকা নদী বন্দর। ওপাড়ে অসংখ্য কাপড়ের কল। নৌকা করে যেতে হয়। তারপর এপারে প্রথমেই গেলাম আহসান মঞ্জিল। ঢাকার নবাববাড়ি। এখন বাড়িটিকে আরো সুসজ্জিত করে জাদুঘর বানানো

ঢাকার নবাববাড়ি

হয়েছে। অনেকটা মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারীর মতো। তারপর রিক্সায় গেলাম লালবাগ ফোর্টে। মোগল আমলে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁর দুর্গ। ভিতরে বাসস্থান, মসজিদ, শায়েস্তা খাঁর মেয়ের কবর, স্নানাগার, পুকুর, বাগান, প্রশস্ত এলাকা। ওখান হতে হেঁটে বিখ্যাত ঢাকেশ্বরী মন্দির—শিব মন্দির। সেদিন শিবরাত্রির পরদিন ছিল। তাই ভালো ভিড়। সব ধর্মের মানুষই আসেন। পাহারা রয়েছে ভালোই। সামনে পরপর চারটি মন্দির। ডান পাশে বড় মন্দির, নাট মন্দির, ভোগের ঘর সহ প্রশস্ত ভোজনালয়। ওখান হতে রিক্সা করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর।

প্রথমেই গেলাম বিখ্যাত জগন্নাথ হল। অক্টোবর স্মৃতি ভবন। পাশে জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা ভবন। প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামের সময় জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট মানবতাবাদী প্রখ্যাত অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে একজন পাকিস্তানি সেনা অফিসার জগন্নাথ হলের পাশেই গুলি করে হত্যা করে। তাঁর স্মৃতিতে ভবন। অক্টোবর ভবন হল ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত ছাত্রদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত। ভাল লাগল চত্বরে শহিদ স্তম্ভ রয়েছে। ১৯৭১-এর মুক্তি সংগ্রামে যে ছাত্ররা শহিদ হয়েছিলেন তাদের নাম ও শ্রেণি দেওয়া আছে। মূল ভবনের সামনে বুদ্ধদেবের মূর্তি ও স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি। খুব যত্ন নেওয়া হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সরস্বতীর একটি মূর্তি দেখলাম। সম্ভবত বাঁশের ও বেতের তৈরি। তারপর আবার গেলাম শহিদ মিনারে। একটি সভা চলছিল। দাঁড়িয়ে শুনলাম। ওখান হতে দোয়েল চক। দুটি দোয়েল পাখির দুমুখে বসানো স্থাপত্য। তারপর গেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে। অসাধারণ স্থাপত্য কাজ। গথিক কাঠামোয় বসানো। পরিপাটি। এখানে বহুভাষাবিদ জ্ঞানতাপস মহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মৃতিমাজারে গেলাম। তারপর মুক্তিবেদীতে, যেখানে মুক্তিকামী ৮টি পাথরের স্মৃতি বসানো। একটু পাশেই 'বিজয় একাত্তর হল'। ২০১৩ সালে তৈরি। সেখান থেকে গেলাম বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় জাদুঘরে। তার পাশে নজরুল সমাধি ক্ষেত্র। শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। বর্ধমান জেলায় বাড়ি হওয়ায় বাড়তি গর্ব হচ্ছিল। অল্প হেঁটে শাহবাগ চত্বর। শাহবাগ চত্বরের নাম কাগজে বারবার পড়েছি। আসলে শাহবাগ একটি আন্দোলন যা গণতন্ত্রের পক্ষে, মানবমুক্তির পক্ষে। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে উত্তাপ নেবার চেষ্টা করলাম। উষ্ণতা পেলাম। ওইদিন রাতে ঢাকায় থাকলাম জহীরুল্লাহ ভাইয়ের বাড়িতে আবদুল্লাহপুরে। ঢাকার শহরতলি এলাকায়।

মৈত্রী-এক্সপ্রেস

২৬ তারিখে সকাল ৮.১০ মিনিটে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন হতে মৈত্রী এক্সপ্রেস ধরলাম। বেলা ২টা নাগাদ দর্শনা। ট্রেনের গতি তুলনায় কম ছিল। তবে ট্রেন সুপারিনটেন্ডেন্ট ভালো ব্যবহার করলেন। পরিচয় জানালাম। ট্রেনে প্রায় ৪০০ জন যাত্রী ছিল। ১০/১২ জন বাদে সব বাংলাদেশের নাগরিক। কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে বা আত্মীয়বাড়ি আসছিলেন। দর্শনার স্টেশন মাস্টার আপ্যায়ন করলেন ও চেকিং-এ সাহায্য করলেন। এরপর ১০ মিনিটের মধ্যে গেদে স্টেশন। ভারতভূমি। নিজভূম। এখানেও চেকিং, তারপর সন্ধ্যে ৭টায় কলকাতা স্টেশন। সুখস্মৃতি নিয়ে ফিরলাম। একবারও মনে হয়নি বিদেশে আছি। বাংলাদেশের মানুষের আন্তরিকতা আতিথেয়তা মনে রাখার মতো।

(সমাপ্ত)

সাপের কামড়ে মৃত্যু ঠেকাতে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ মার্চ : সাপের কামড়ে মৃত্যু সবথেকে বেশি বর্ধমান জেলায়। কৃষিপ্রধান এলাকাগুলিতে বিষধর সাপের প্রাদুর্ভাব বেশি। গত ৮ বছরে বর্ধমান জেলাতে সাপের কামড়ে মৃত্যু ১১৩৪ জনের। অথচ এই মৃত্যুকে ঠেকানো যায়। শুধুমাত্র দেরিতে হাসপাতালে আসা অথবা ওঝা, গুণিনদের খপ্পরে পড়ে মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যুকে ঠেকাতে বর্ষা শুরুর আগেই এবার সদর উত্তর ও সদর দক্ষিণ মহকুমা জনসচেতনতায় নেমে পড়ল। এই উদ্দেশ্যে ১৬ মার্চ টাউনহলে জেলার বিডিও, সমিতির সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান, হাই স্কুলের শিক্ষক এবং ওঝা, গুণিনদের ডাকা হয়। এখানে সাপের কামড়ে কী করা উচিত তা স্লাইড সহযোগে প্রশিক্ষিত করেন ডাঃ মানস দত্ত। ওঝা, গুণিনদের ডাকা হয় শপথ নেওয়ার জন্য। যদিও দু'জনের বেশি আসেনি এই শিবিরে। এখানে বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু, সদর উত্তর মহকুমা শাসক মুফতি মহম্মদ সওকত, সদর দক্ষিণ মহকুমা শাসক অনির্বাণ কোলে, জেলা বিপর্যয় আধিকারিক মৃত্যুঞ্জয় হালদার, এ.সি.এম.ও.এইচ সেখ ময়রফ আলি এবং বিজ্ঞানমঞ্চের চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এর আগে জেলাশাসকের দপ্তর থেকে স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ বর্ণাঢ্য র‍্যালি টাউন হলে পৌঁছায়। উদ্বোধন করেন জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব।

সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ শিবিরে যে মূল বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া হয় সেগুলি হল— (১) বিষধর সাপে কামড়ালে ক্ষত জায়গা ফুলবে এবং ব্যথা বাড়বে। (২) কামড়ানোর ১০০ মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে অথবা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। (৩) ক্ষতস্থানে বাঁধন নিষিদ্ধ, ক্ষতস্থান নাড়ানো চলবে না। (৪) সাপে কামড়ানোয় ভয় নাই, এভিএস-এ চিকিৎসা চাই। (৫) গর্ভবতী মায়েদের এভিএস ১০০ শতাংশ নিরাপদ।

নবাগত শিক্ষকদের বরণ শিক্ষক সমিতির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৮ মার্চ : নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কালনা জোনাল কমিটির উদ্যোগে আজ অনুষ্ঠিত হয় নবীনবরণ অনুষ্ঠান। কালনা মধুবনের এই অনুষ্ঠানে পঞ্চাশজন নবাগত শিক্ষককে বরণ করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বর্ধমান জেলা সম্পাদক আশীষ হাজরা, বীরেন বসুমল্লিক, রাধেশ্যাম মণ্ডল প্রমুখ। এই সমিতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে সকল নবাগত শিক্ষকরা সদস্যপদ গ্রহণ করেন তাদের সমিতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা ও অভিনন্দন জানানো হয়। নবাগত শিক্ষকরা বলেন, আমরা আগে থেকেই এই শিক্ষক সমিতির আদর্শ, কর্মপদ্ধতি, আন্দোলন, সংগ্রাম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

পরীক্ষার্থীসহ তিন জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ মার্চ : উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীসহ তিন জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু কালনা এলাকায়। মন্তেশ্বর থানার শুশুনিয়া গ্রামে পরীক্ষার্থী বর্ণালি মণ্ডল (১৮) নিজেদের বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। পরদিন তার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার কথা ছিল। শোকাতুর বর্ণালির বাবা বলেন, পরীক্ষার প্রস্তুতি ভাল না হওয়ার কারণেই সে আত্মঘাতী হয়। দ্বিতীয় ঘটনা কালনা থানার কুতিরডাঙ্গা গ্রামে। পারিবারিক কলহের জেরে একই ভাবে আত্মঘাতী হয় প্রশান্ত বারিক (২৭) নামের এক যুবক। তৃতীয় ঘটনা কালনা শহরের ৩নং ওয়ার্ডের কদমতলায়। নদিয়ার ছ'জন যুবক কদমতলার নিষিদ্ধ পল্লীতে মদ্যপানের পর নাচগান করছিল। সেখানে সঞ্জয় বসাক (৩৬) হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করে তাকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসা শুরু হওয়ার আগেই চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

ক্ষতবিক্ষত ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ মার্চ : কালনার কুলেদা রায়পাড়ার পুকুর পাড়ের একটি আম গাছ থেকে এক ক্ষতবিক্ষত ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। বছর পঁয়ত্রিশের এই যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। গায়ে শার্ট ও পরনে স্যুট থাকলেও তার কাছে আর কিছু পাওয়া যায়নি। কালনা থানার পুলিশ আধিকারিক প্রণব মুখোপাধ্যায় জানান, ঘটনাস্থলের একটু দূরেই রেললাইন সেখানেও রক্তের দাগ দেখা গেছে। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে ওই যুবককে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের পরেই সঠিকভাবে বলা যাবে প্রকৃত কি হয়েছিল।

ভস্মীভূত পাঁচটি পরিবারের ঘর

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৯ মার্চ : হালতিচড়া গ্রামের পাঁচটি পরিবারের ঘর বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হল। খোলা আকাশের নিচে পরিবারের সকলের আশ্রয় এখন। পাশে নেই সরকার, পাশে নেই স্থানীয় পঞ্চায়েতও। দুপুর ২টো নাগাদ হঠাৎ পাটকাঠির গাদায় আগুন লাগলে মলি বাঁশের ছাউনির ঘরগুলিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় লেলিহান শিখা তা গ্রাস করে। গ্রামবাসীরা ছুটে এলেও বাঁচানো যায়নি কিছুই। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্য হলেন লক্ষ্মণ মণ্ডল এবং কীর্তনীয়া পরিবারের ফিরণ ননীবালা, সুচিত্রা, ক্ষীরোদ। লক্ষ্মণ মণ্ডলের মেয়ে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। পরীক্ষা দিচ্ছিল, আগুনে তার সমস্ত বইপত্র এমনকি স্কুলের সার্টিফিকেটও পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি

—প্রথম পাতার পর

পঞ্চম সম্মেলন

নাগরিক পরিষেবায় কর্তৃপক্ষের অবহেলা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, দুর্গাপুরে একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া— এই সবই লিজ কোয়ার্টারের অধিবাসীদের জীবন দুর্বিষহ করছে বলে আজকের সম্মেলনে আলোচনায় উঠে আসে। মহিলাদের উপস্থিতি ও আলোচনায় অংশগ্রহণ বিশেষ উল্লেখনীয়।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক বিশ্বনাথ পারিয়াল, বিকাশ ঘটক প্রমুখ। ১২টি সংগঠন এর পক্ষে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখা হয়। ৩৫ জন মহিলা সহ ১১০ জনের ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মনোজ হাজরা।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৯৬২ সালের ১৪ মার্চ, পর্তুগীজ, ২. 'আলম আরা'। ১৯৩১ সালের ১৪ মার্চ, বোম্বাই-এর ম্যাজেস্টিক হলে। মারোয়ান ইরানি, ৩. মেলবোর্নে, ১৮৭৭ সালের ১৫ মার্চ, অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড, ৪. ১৯৮৫ সালের ১৫ মার্চ, ৫. ড. ডব্লিউ এইচ হফকিন। জন্ম ১৮৬০ সালের ১৬ মার্চ, মৃত্যু ১৯৩০ সালের ২৬ অক্টোবর, ৬. রাজ্যপাল ধরমবীর, ১৯৭০ সালের ১৬ মার্চ, ৭. ১৭৬৯ সালের ১৭ মার্চ, ৮. ১৭ মার্চ, মার্চ মাসে যে দিন রাত ও দিন সমান হয় ঠিক তার আগের শুক্রবার, ৯. ১৮০০ সালের ১৮ মার্চ, উইলিয়াম কেরী, পঞ্চানন কর্মকার, ১০. ১৯১১ সালের ১৯ মার্চ, ৩৮-১৩ ভোটে বাতিল হয়, ১১. ১৬৮৬ সালের ২০ মার্চ, ১২.১৯০৪ সালের ১৮ মার্চ। প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

—প্রথম পাতার পর

সোচ্চার বর্ধমানের মানুষ

বিসিরোড হয়ে পুনরায় পার্কাস রোডে শেষ হয়। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন তাপস সরকার, গৌরী ব্যানার্জী, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। বর্ধমান শহর-৩ লোকাল কমিটির মিছিলটি তেলমারুই, ভাতছালা এলাকা ঘুরে তেলমারুইতে শেষ হয়। মিছিলে ছিলেন অপূর্ব চ্যাটার্জী, তড়িৎ ঘোষ, তরুণ রায় প্রমুখ।

নারদ কাণ্ডে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে কালনায় মিছিল সংগঠিত হয়। সি পি আই (এম) কালনা শহর লোকাল কমিটির উদ্যোগে এল আই সি ভবনের সামনে থেকে মিছিল বের হয়ে শহর পরিক্রমা করে। শ্লোগান ওঠে দোষী নেতা-মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের দালাল পুলিশ আধিকারিক মির্জার দ্রুত সাসপেণ্ড ও গ্রেপ্তার চাই।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

মননে চিন্তনে কর্মে ও চেতনায় স্ফুরণ ঘটানোর হাতিয়ার বই
পড়ুন! সংগ্রহ করুন ও প্রিয়জনকে উপহার দিন!
অতীতকে জানুন। বর্তমানের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলুন।
ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণার উৎস সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত
বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ
মূল্য : ৩০০টাকা
সমবায়রত্ন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত আকরগ্রন্থ
সমবায় ও মানবসভ্যতা
মূল্য : ৫০০টাকা
জন্মশতবর্ষে শিবানন্দ পালের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন
সংগ্রামী হরেকৃষ্ণ কোঙার
মূল্য :৭০টাকা
রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এক ডজন গল্পের সংকলন
গল্পসল্প
মূল্য : ৫০ টাকা
ড. সুকৃতি ঘোষালের সময়োপযোগী মননশীল প্রবন্ধ সংকলন
প্রতর্ক
মূল্য : ১৭৫ টাকা
স্বাধীনতা সংগ্রামী ফকিরচন্দ্র রায় প্রণীত
স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়
(দ্বিতীয় খণ্ড)
মূল্য : ৪০০ টাকা
পাওয়া যাচ্ছে
নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তর, ৬২ বি সি রোড, বর্ধমান
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লি. সমস্ত শাখায়

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা